রাসূল (ﷺ)-এর
২০০শত
সোনালী উপদেশ

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

بسم الله الرحمن الرحيم
আল্লাহর নামে শুরু করছি,
যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু ।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ
রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে
তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো।
(আল-হাশরঃ৭)

উপহার
প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী
ও জ্ঞান পিপাসুর জন্য-

1. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَّا نَوَى.

নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়ত করবে। (সহীহ বুখারীঃ ১)

2. إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের আকৃতি ও ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে দেখবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬৪)

3. يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, নিশ্চয়ই আমি দিনে আল্লাহর নিকট একশতবার করে তাওবা করি। (সহীহ মুসলিমঃ ২৭০২)

4. إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত্যুর গড়গড়া না আসা পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবূল করেন। (জামে তিরমিযীঃ ৩৫৩৭)

5. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে; নতুবা চুপ থাকে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮)

6. إِنَّمَا الصَّبْرُ
عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

বিপদের প্রথম অবস্থার ধৈর্যই প্রকৃত ধৈর্য। (সহীহ বুখারীঃ ১২৮৩)

7.عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ،
وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ،
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মুমিনের ব্যাপার আশ্চর্যজনক, নিশ্চয় তার সমস্ত ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত এমন আর অন্য কারো জন্য নয়। যদি তার নিকট কোন আনন্দদায়ক কিছু পৌছে, আর তাতে সে ধৈর্যধারণ করে, তবে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তার নিকট দুঃখ-কষ্ট পৌছে আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তবুও তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৯৯৯)

8. لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ،
إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

লড়াইয়ে ধরাশায়ী করাই বাহাদুরী নয়, মূলতঃ বাহাদুর যে রাগের অবস্থায় নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১১৪)

9. إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي،
قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে বলেঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বলেনঃ রাগ করো না। এভাবে সে কয়েকবার প্রার্থনা করল। আর নাবী (ﷺ) বলেনঃ রাগ করো না। (সহীহ বুখারীঃ ৬১১৬)

10. دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛

فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ.

তোমার সন্দেহের বিষয়টিকে নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি ছেড়ে দাও। আর নিশ্চয়ই সততাই প্রশান্তি এবং মিথ্যায় অশান্তি। (জামে তিরমিযীঃ ২৫১৮)

11. اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ

الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। গুনাহ করলে নেকীও কর গুনাহ মিটিয়ে দেবে এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (জামে তিরমিযীঃ ১৯৮৭)

12.جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ،وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،قُلْتَ:لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ রাসূল (ﷺ) কোন্ দান-খায়রাতে সর্বাধিক সওয়াব? তিনি বলেনঃ তোমার সুস্থ ও দারিদ্রতার আশঙ্কাপূর্ণ অবস্থায় দান-খায়রাত করা; অথচ তুমি ধনি হওয়ার প্রত্যাশী এবং তুমি জান কণ্ঠনালী পর্যন্ত চলে আসার অপেক্ষায় থাকবে না যে তুমি সে সময় বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত আর অবশ্য অমুকের জন্য এত। (সহীহ বুখারীঃ ১৯১৪)

13. مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْـمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

মানুষের উত্তম ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হল, তার ঐসব বর্জন করা যার কোন অর্থ নেই। (জামে তিরমিযীঃ ২৩১৭)

14. نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

এমন দু'টি নেয়ামত, যে বিষয়ে অধিকাংশ লোক ধোকায় পতিত। তাহলোঃ সুস্থতা ও অবসর সময়। (সহীহ বুখারীঃ ৬৪১২)

15 . إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

বান্দা যদি অসুস্থ হয় বা সফর করে, তবে সে গৃহে অবস্থানরত ও সুস্থ অবস্থায় যে আমল করত, তার অনুরূপই সওয়াব তার জন্য লেখা হবে। (সহীহ বুখারীঃ ২৯৯৬)

16. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

কোন মুসলিম যদি একটি গাছ রোপণ করে, আর তা হতে যদি খেয়ে ফেলা হয়, তবে তার জন্য একটি সাদকা, তা হতে যদি চুরি হয়ে যায়, তবে তা একটি সাদকা, তা হতে জীব-জন্তু খেয়ে ফেলে, তার জন্য একটি সাদকা। যদি কিছু পাখি খায় তার জন্য সাদকা এবং কেউ যদি পেড়ে খায় তবুও তার জন্য সাদকা। (সহীহ মুসলিমঃ ১৫৫২)

17. كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

প্রত্যেক সৎআমল সাদকা।

(সহীহ বুখারীঃ ৬০২১)

18. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا،

وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

সৎআমলের কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদি তা (সৎআমলটি) তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের দ্বারাও হয়। (সহীহ মুসলিমঃ ২৬২৬)

.19

اتَّقُوا النَّارَ

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

জাহান্নামকে ভয় কর, যদিও একটি খেজুর বিশেষ (দান) দ্বারা হয়। (সহীহ বুখারীঃ ১৪১৭)

20. أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা, আমিই সে ব্যক্তি যার কবর (পুনরুত্থানের জন্য) প্রথম ফেটে যাবে, আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। (সহীহ মুসলিমঃ ২২৭৮)

21. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْـمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

তোমাদের মধ্যে আমার পরে যারা জীবিত থাকবে, বহু মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা নতুন নতুন বিষয় (প্রথা) হতে নিজেকে রক্ষা করবে। কেননা তা অবশ্যই ভ্রষ্টতা। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে তা পাবে, সে সময় তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, আমার সুন্নাত-ত্বরীকা এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত-ত্বরীকাকে শক্ত করে ধারণ করা এবং তা তোমরা মাড়ির দাঁত দ্বারা চেপে ধরো। (জামে তিরমিযীঃ ২৬৭৬)

22. مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পরস্পর মুহাব্বাত, দয়া ও সহানুভূতিতে একটি দেহের মত। তার মধ্যে যখন একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৮৬)

23. مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও দয়া করেন না। (সহীহ মুসলিমঃ ২৩১৯)

24. لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا.

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, দালালী করো না, ঘৃণা করো না, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না এবং তোমাদের কারো কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দাসমূহে পরিণত হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬৪)

25. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ.

মুসলমান মুসলমানের ভাই, অতএব সে তার প্রতি যুলুম-অত্যাচার করবে না। তাকে অপমান করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬৪)

26. انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!
أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟
قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ.

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালেম হোক আর মাজলুম (নির্যাতিত) হোক। এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), যদি সে মাজলুম হয় তাকে সাহায্য করব। আপনার উদ্দেশ্য কি যদি সে যালেম হয়, তবে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি (ﷺ) বলেনঃ তাকে বিরত রাখবে বা যুলুম হতে তাকে নিষেধ করবে। আর নিশ্চয়ই তাই তাকে সাহায্য করা হবে। (সহীহ বুখারীঃ ৬৯৫২)

27. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি হকঃ (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রুগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় শরীক হওয়া, (৪) দাওয়াত করলে কবূল করা ও (৫) হাঁচি দানকারীর জবাব দেয়া। (সহীহ বুখারীঃ ১২৪০)

28. لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

দুনিয়াতে কোন বান্দা যদি কোন বান্দার দোষ গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৯০)

29. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে। (সহীহ্ বুখারীঃ ৬১৩৮)

30. مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا،

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত সঠিক প্রতিপালন করল, কিয়ামতের দিন সে ও আমি এমন হব। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিত করলেন। (সহীহ্ মুসলিমঃ ২৬৩১)

.31

اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا.

সুপারিশ কর, যাতে তোমরা বিনিময় পাও। (সহীহ মুসলিমঃ ২৬২৭)

32. مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:
اللَّهُمَّ ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

প্রতিদিন সকাল বেলা দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর দু'জনের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি দানকারীকে অনুরূপ প্রতিদান দাও। অন্য জন বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি কৃপণের মাল ধ্বংস কর। (সহীহ বুখারীঃ ১৪৪২)

33. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮)

34. وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ:
وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মু'মিন নয়। বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে ? তিনি (ﷺ) বলেনঃ যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (সহীহ বুখারীঃ ৬০১৬)

35. الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপরই হয়ে থাকে, অতএব তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। (জামে তিরমিযীঃ ২৩৭৮)

36. قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَعْدَدْتَّ لَهَا؟ قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললঃ কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ তার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ? সে বললঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বাত। তিনি (ﷺ) বললেনঃ তুমি যাকে ভালোবাস তারই সাথী হবে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৬৩৯)

37. الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

ব্যক্তি তারই সঙ্গলাভ করবে, সে যাকে ভালোবাসে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৬৮)

38. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) তার হাত ধরে বললেনঃ হে মুয়ায! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বলেনঃ হে মুয়ায তোমাকে আমি অসিয়ত করি, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষ ভাগে কখনোই "আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" বলা ছেড়ে দিবে না। (আবু দাউদঃ ১৫২২)

39. يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

মৃতের সাথে তিনটি জিনিস যায়। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং তার সাথে একটি থেকে যায়। তার পরিবার, মাল ও আমল সাথে যায়। পরিশেষে তার পরিবার ও মাল প্রত্যাবর্তন করে এবং তার আমল থেকে যায়। (সহীহ বুখারীঃ ৬৫১৪)

40. الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মু'মিনের কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত। (সহীহ মুসলিমঃ ২৯৫৬)

41. انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ.

তোমরা তোমাদের মাঝে যারা নিম্ন তাদের দিকে দেখ। তোমাদের মাঝে যারা উর্দ্ধে তাদের দিকে তোমরা দেখ না। আল্লাহর নিয়ামতকে তোমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করার অপেক্ষা তাই উত্তম।
(সহীহ মুসলিমঃ ২৯৬৩)

42. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

অধিক ধন-সম্পদ হওয়াই ধনাঢ্যতা নয়; বরং অন্তরের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা।
(সহীহ বুখারীঃ ৬৪৪৬)

43. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।
(সহীহ বুখারীঃ ১৪২৮)

44. مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

তোমাদের মাঝে যে পরিবার বাসস্থান ইত্যাদিতে নিরাপদ, শারীরিকভাবে সুস্থ ও তার নিকট এক দিনেরই খোরাক রয়েছে। তার জন্য যেন সারা দুনিয়া; একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। (জামে' তিরমিযীঃ ২৩৪৬)

45. لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দু'টি বিষয়েই হিংসা করা যেতে পারেঃ এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর তাকে হক্ব পথে ব্যয় করার শক্তি দেয়া হয়েছে এবং এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত প্রজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং সে তা দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দান করে। (সহীহ বুখারীঃ ৭৩)

46. إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟

فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি (ﷺ) বললেনঃ তোমার অন্যকে খাবার খাওয়ান এবং তোমার চেনা ও অচেনাকে সালাম প্রদান করা।

(সহীহ বুখারীঃ ১২)

47. مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،

وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

দান-খয়রাত মাল কমিয়ে দেয় না। আল্লাহ ক্ষমাকারীর ইজ্জত বৃদ্ধিই করেন এবং যে ব্যক্তিই আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৪৪)

48. إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত হল, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে, মদ পান করা হবে, যিনা-ব্যভিচার প্রকাশ্যে হবে। (সহীহ বুখারীঃ ৮০)

49. قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ! أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

আল্লাহ্ বলেনঃ খরচ কর হে বনী আদম!
তোমার উপরও খরচ করা হবে।
(সহীহ বুখারীঃ ৫৩৫২)

50. اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তোমরা যুলুম অন্যায় হতে বাঁচ। নিশ্চয়ই
যুলুম তো কিয়ামত দিনের অন্ধকার।
(সহীহ মুসলিমঃ ২৫৭৮)

51. أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ.

মজা নষ্টকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। (জামে তিরমিযীঃ ২৩০৭)

52. الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ،
وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ.

উত্তম চরিত্রই হলো, নেকী। আর গুনাহ হলো, তোমার বুকে যা খটকা লাগে, আর মানুষ জেনে ফেলুক তা তোমার খারাপ লাগে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৫৩)

53. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, অমুখাপেক্ষী ও প্রচারবিমূখ বান্দাকে ভালবাসেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৯৬৫)

54. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

যে ব্যক্তির অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললঃ নিশ্চয়ই লোক চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক? তিনি (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং সুন্দরকে পছন্দও করেন। "কিবর" অহংকার হলোঃ হককে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (সহীহ মুসলিমঃ ৯১)

55. ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ،وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তিঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ভিক্ষুক।

(সহীহ মুসলিমঃ ১০৭)

56. إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।
(সহীহ বুখারীঃ ৩৫৫৯)

57. اتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

কৃপণতা হতে তোমরা বাঁচ। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে নিশ্চয়ই কৃপণতায় ধ্বংস করেছে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৭৮)

58. أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তোমাদের মাঝে তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম। (জামে তিরমিযীঃ ১১৬২)

59. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

নাবী (ﷺ) আব্দুল কায়েসের আশায মুনযেরকে বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমার মাঝে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যে দু'টি স্বভাবকে আল্লাহ ভালোবাসেনঃ সহনশীলতা ও নম্রতা। (জামে তিরমিযীঃ ২০১১)

60. إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ،

وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই কোমল, তাই তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। অতএব তিনি কোমলতায় যা প্রদান করেন কঠোরতায় তা প্রদান করেন না। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৯৩)

61. إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ.

তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, আর "আল-হামদুলিল্লাহ" বলে তখন তোমরা তার জবাব দাও ("ইয়ারহামুকাল্লাহ" বল)। আর যদি সে আল-হামদুলিল্লাহ না বলে তবে তোমরা তার জবাব দিওনা। (সহীহ মুসলিমঃ ২৯৯২)

62. كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। ইমাম (শাসক) একজন অভিভাবক। অতএব তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। পুরুষ তার পরিবারে একজন অভিভাবক। অতএব সে তার অধীনস্থ সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী গৃহের একজন অভিভাবক। অতএব তার সে দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। খাদেম-সেবক তার মালিকের মালের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারীঃ ৮৯৩)

63. مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল অবশ্য সে (আমাকে) অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারীঃ ৭২৮০)

64. مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু আবিস্কার করল যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ বুখারীঃ ২৬৯৭)

65. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের আহ্বান করল তার জন্য তার আমলকারীর অনুরূপ সওয়াব। (সহীহ মুসলিমঃ ১৮৯৩)

66. مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই আর নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৯)

67. أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا.
وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমন হব। আর তা তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বলেন। (সহীহ বুখারীঃ ৬০০৫)

68. ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মাঝে তালাশ কর। কেননা, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই রুযীপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক। (জামে' তিরমিযীঃ ১৭০২)

69. الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

সমস্ত দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো- সতি নারী। (সহীহ মুসলিমঃ ১৪৬৯)

70. أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

যে মহিলাই এমতাবস্থায় মারা গেল যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (জামে' তিরমিযীঃ ১১৬১)

71. مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতেই থাকেন এমন কি আমি ধারণা করে নেই যে, হয়তো বা তিনি তাকে আমার উত্তরাধিকার (ওয়ারিস) বানিয়ে দিবেন। (সহীহ বুখারীঃ ৬০১৪)

72. رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

সে লাঞ্ছিত হোক অতঃপর সে লাঞ্ছিত হোক। অতঃপরও সে লাঞ্ছিত হোক, বলা হলঃ কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে তার নিকট তাদের একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, তারপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৫১)

73. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا.

সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটকে দয়া করল না এবং আমাদের বড়কে সম্মান জানালো না। (জামে' তিরমিযীঃ ১৯২০)

74. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِـهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِـهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ.

সাধারণতঃ চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিয়ে করা হয়ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। তবে দ্বীনদার মহিলা দ্বারা সফল হয়ে যাও। (সহীহ বুখারীঃ ৫০৯০)

75. لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পর মুহাব্বাত না করা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের শিক্ষা দিব না, যা তোমরা করলে পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমাদের মাঝে তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। (সহীহ মুসলিমঃ ৫৪)

76. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ،
وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ
تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

সাত ধরণের লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে নাঃ

(১) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ,

(২) এমন যুবক যে তাঁর রবের ইবাদতেই বেড়ে ওঠেছে।

(৩) এমন ব্যক্তি যার হৃদয় সদা মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে,

(৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, এ কারণেই তারা একত্রিত হয় এবং তার জন্যেই বিচ্ছিন্নও হয়,

(৫) এমন ব্যক্তি যাকে উচ্চ পদের ও সুন্দর মহিলা আহ্বান করে, তখন সে বলেঃ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি,

(৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে দান-খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করল বাম হাতও তা জানে না এবং

(৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তার উভয় চক্ষু হতে অশ্রু বয়ে যায়।

(সহীহ বুখারীঃ ৬৬০)

77. أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

আমার নিকট জিবরীল এসে সুসংবাদ দিলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে ইন্তিকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(সহীহ বুখারীঃ ৭৪৮৭)

78. لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যামানার ডাক-হাঁক করে।

(সহীহ বুখারীঃ ১২৯৭)

79. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

তোমরা সহজ কর কঠিন করে দিওনা এবং সুসংবাদ দাও ভয় দেখিয়ে দূর করে দিও না।

(সহীহ বুখারীঃ ৬৯)

80. مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

যে ব্যক্তি এমন রুগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যু উপস্থিত হয়নি; আর তার নিকট সাতবার বলেঃ "আসআলুল্লাহাল আযীম রব্বাল আরশীল আযীম, আঁই ইয়াশফীকা" তবে আল্লাহ তাকে সে রোগ হতে অবশ্যই সুস্থ্য করবেন। (আবু দাউদঃ ৩১০৬)

81. إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন অবশ্যই দু'রাক'আত নামায আদায় করে বসে। (সহীহ বুখারীঃ ১১৬৩)

82. إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ:
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার থেকে তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ (১) সাদকায়ে জারিয়া (চলমান দান-খয়রাত), (২) এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে এবং (৩) এমন সৎ সন্তান (রেখে যাওয়া) যে তার জন্য দু'আ করবে। (সহীহ মুসলিমঃ ১৬৩১)

83. مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ،
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদত করল
এবং যে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করল সে যেন পূর্ণরাত্রিই নামায আদায় করল। (সহীহ মুসলিমঃ ৬৫৬)

84. إذا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

যখন কোন বান্দার সন্তান ইন্তিকাল করে, আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তারপর তারা বলেঃ হ্যাঁ, অতঃপর আল্লাহ বলেনঃ তোমরা তার হৃদয়ের ফলের জান কবজ করে নিয়েছ? তারা বলেঃ হ্যাঁ, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা (সে সময়) কি বলেছে? তারা বলেঃ আপনার প্রশংসা করেছে ও "ইন্নালিল্লাহি-------" বলেছে। এরপর আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর ও তার নাম রাখ "বায়তুল হামদ" (প্রশংসার ঘর)। (জামে তিরমিযীঃ ১০২১)

85. الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ.

ইসলামী প্রকৃত স্বভাবজাত সুন্নাত পাঁচটিঃ (১) খতনা করা, (২) (নাভির নিচের) পশম কাটা, (৩) মোচ ছোট করা, (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের পশম উপড়ানো।
(সহীহ বুখারীঃ ৫৮৯১)

86. إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

রমযান মাস প্রবেশ করলে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে জিঞ্জির দ্বারা বাঁধা হয়। (সহীহ বুখারীঃ ১৮৯৯)

87. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

তোমরা সেহরী খাও কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে। (সহীহ বুখারীঃ ১৯২৩)

88. قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ: فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

(হাদীসে কুদসী) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বনী আদমের রোযা ব্যতীত প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য। অতএব রোযা অবশ্যই আমার জন্য। তার প্রতিদান আমিই দেব। রোযা হল, একটি ঢাল, আর তোমাদের কেউ যখন রোযার দিনে উপনীত হবে; সে অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হবে না। চিৎকার বা শোর-গোল করবে না; বরং কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সাথে লড়াই করে, তবে সে যেন বলেঃ আমি অবশ্যই রোযাদার ব্যক্তি। (সহীহ বুখারীঃ ১৯০৪)

89. مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَ الْعَمَلَ بِهِ،
فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তার প্রতি আমল করা বর্জন করল না; তবে তার পানাহার বর্জনের আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

(সহীহ বুখারীঃ ১৯০৩)

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন, যখন সে বিক্রয় করে, যখন সে ক্রয় করে এবং যখন সে ফায়সালা করে তখন সে সহজ ও উদারতার নীতি অবলম্বন করে। (সহীহ বুখারীঃ ২০৭৬)

91. أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার বিনিময় দিয়ে দাও। (ইবনে মাযাহঃ ২৪৪৩)

92. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করে, তা তার নিখুঁত করাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পছন্দ করেন। (মু'জামুল আউসাতঃ ১/৪২৭)

93. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখার পর তার সাথে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা মিলিয়ে নিবে, তা হবে তার পূর্ণ বছর রোযা রাখার মত।

(সহীহ মুসলিমঃ ১১৬৪)

94. أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْيَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا.

মানুষের মাঝে আল্লাহর নিকট প্রিয় হলো, তাদের মধ্যে যে মানুষের জন্য অধিক উপকারী। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল হলো, মুসলমানকে যা আনন্দ দেয় বা কোন মুসলিম হতে কোন বিপদ মুক্ত করা হয় বা তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হয় বা তার থেকে ক্ষুধা দূর করা হয়। (সহীহ হাদীস সিরিজঃ ৯০৬)

95. مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ- وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ-مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.

যে ব্যক্তি তার রাগ দমন করল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে তার রাগকে আয়ত্ত্ব করল এমন অবস্থায় যে, সে তা প্রয়োগ করতে চাইলে প্রয়োগ করতে পারত; তবে আল্লাহ তার অন্তরকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্টিতে পূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন দরকারে তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চলল, আল্লাহ তার পা- কে ঐদিন দৃঢ় করবেন যেদিন পাসমূহ স্থীর থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই বদচরিত্র এমনভাবে আমল নষ্ট করে দেয় যেমনঃ মধু নষ্ট করে দেয় সিরকা (অম্লস্বাদ)।
(সহীহ হাদীস সিরিজ-৯০৬)

96. اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বেঁচে থাক! বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি (ﷺ) বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু, (৩) হক বিধান ব্যতীত আল্লাহ যে জান হত্যা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, (৪) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) সতী-সাধ্বী, সরলা মু'মিন নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া। (সহীহ বুখারীঃ ২৭৬৬)

97. عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

এমন একজন মহিলা যাকে শুধু একটি বিড়ালের কারণে সাজা দেয়া হয়, যে বিড়ালটিকে সে মরে যাওয়া পর্যন্ত বেঁধে রেখেছিল। যার ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে বিড়ালটিকে পানাহার করাত না বরং তাকে বন্দি করে রাখত, তাকে ছেড়েও দিত না, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারত। (সহীহ বুখারীঃ ৩৪৮২)

98. مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য অনুরূপই নেকী হয়। রোজাদারের নেকী হতে কোন কিছু না কমিয়েই সে নেকী দেয়া হয়। (জামে তিরমিযীঃ ৮০৭)

99. مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

আল্লাহর নিকট জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোর সৎআমল অপেক্ষা কোন দিনের সৎ আমল অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি (ﷺ) বলেনঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও (অনুরূপ) নয়। তিনি (ﷺ) বলেনঃ তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে গেল অতঃপর তার মধ্যে কিছু নিয়ে ফিরে এলো না। (আবু দাউদঃ ২৪৩৮)

100. مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহরই জন্য হজ্জ করল, পাপাচার অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো না, সে এমন ভাবে প্রত্যাবর্তন করল যেন তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছে। (সহীহ বুখারীঃ ১৫২১)

101. مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই, যাতে তাঁর এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (সহীহ মুসলিমঃ ১৩৪৮)

102. عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

এমন দু'টি চোখ যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে নাঃ এমন এক চোখ যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। দ্বিতীয় চোখ যে আল্লাহর পথে পাহারারত থাকে। (জামে' তিরমিযীঃ ১৬৩৯)

103. مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট এসে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তার চলিশ রাত নামায কবূল হবে না।
(সহীহ্ মুসলিমঃ ২২৩০)

104. الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা।
(সহীহ্ মুসলিমঃ ৩৫)

105. مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ:
بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ.

কোন বান্দা যদি প্রত্যেক সকাল ও প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনবার বলেঃ "বিসমিল্লাহিল্লাজী লায়াযুররু মা'য়াসমিহি শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়াহুয়াস সামীউল আলীম" তবে তাকে কোন কিছুতেই ক্ষতি করবে না। (ইবনে মাযাহঃ ৩৮৬৯)

106. اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

তুমি মাজলূমের বদদু'আ হতে বাঁচ, কেননা আল্লাহ ও তার বদদু'আর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (সহীহ মুসলিমঃ ১৯)

107. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَابْنَ آدَمَ، لَوْ لَقِيتَنِي مِثْلَ الْأَرْضِ خَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُكَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً.

(হাদীসে কুদসী) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে বনী আদম! তুমি যদি আমার সাথে শিরক না করে পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত কর, তবে আমি পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করব।

(সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১/৪৬২-হাদীসঃ ২২৬)

108. لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা ঠিক নেই তার দ্বীন নেই।

(সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১/৪২২, হাদীসঃ ১৯৪)

109. لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তাই তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করে।

(সহীহ বুখারীঃ ১৩)

110. تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.

মু'মিনের (অঙ্গের) উজ্জলতা ততদূর পৌছবে যতদূর ওযূর পানি পৌছবে।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৫)

111. مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ
رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ
مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

যে তার রবের জিকির করে,
আর যে জিকির করে
না জীবিত ও মৃতের মত।
(সহীহ বুখারীঃ ৬৪০৭)

112. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন খারাপ (কাজ) দেখতে পায়। সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়। যদি তা না পারে তবে তা যবান (মুখ) দ্বারা এবং যদি না পারে, তবে তার অন্তর দ্বারা। আর এটিই হবে সবচেয়ে দূর্বল ঈমান।

(সহীহ মুসলিমঃ ৪৯)

113. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক সম্পর্ক বর্জন করা হালাল নয়।

(সহীহ বুখারীঃ ৬২৩৭)

114. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

আমলসমূহ নির্ভর করে শেষ পরিণতির উপর।

(সহীহ বুখারীঃ ৬৬০৭)

115

لَيْسَ شَيْءٌ
أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى
مِنَ الدُّعَاءِ.

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ অপেক্ষা কোন কিছুই প্রিয় নয়। (জামে' তিরমিযীঃ ৩৩৭০)

116. ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا،
وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর রব হিসেবে সন্তুষ্ট, ইসলামের উপর দ্বীন হিসেবে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট সে ঈমানের মজা পায়। (সহীহ মুসলিমঃ ৩৪)

117. ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ،
وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ.

তুমি দুনিয়া বিমূখ হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের হাতে যা রয়েছে, তা হতে তুমি বিমূখ হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে। (ইবনে মাযাহঃ ৪১০২)

118. إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব ও সম্মানীত, ব্যক্তি যখন তাঁর দিকে তার উভয় হাত ওঠায় তিনি তা ব্যর্থ ও খালী ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (জামে' তিরমিযীঃ ৩৫৫৬)

119. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

তোমরা আমার নিকট হতে হজের নিয়ম শিখে নাও। (বায়হাকীঃ ৫/১২৫ ও মুসলিমঃ ১২৯৭)

120. مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

জমজমের পানি যে নিয়তে পান করবে তার জন্য তাই হবে।

(ইবনে মাযাহঃ ৩০৬২)

121. خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ.

ভূ-মণ্ডলের সর্বোত্তম পানি হলো জমজমের পানি। তাতে রয়েছে খাদ্য জাত সামগ্রী ও রোগ-ব্যাধির নিরাময়ক।

(মু'জামুল কাবীরঃ ১১০০৪)

122. كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

এমন দু'টি কালেমা, যা যবানে সহজ, মীযানে ভারী এবং দয়াবান আল্লাহর নিকট প্রিয়ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

(সহীহ বুখারীঃ ৬৬৮২)

123. مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী" বললঃ তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগান হবে। (তিরমিযীঃ ৩৪৬৪)

124. أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

চারটি কালেমা আল্লাহর নিকট অতিপ্রিয়ঃ "সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল-াহু আকবার।" উক্ত কালেমাগুলোর মধ্যে যে কালেমা দ্বারাই শুরু করবে তাতে ক্ষতি নেই।

(সহীহ মুসলিমঃ ১২৩৭)

125. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُم عَلَيَّ صَلَاةً.

নিশ্চয় মানুষের মধ্যে আমার নিকট কিয়ামতের দিন সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি,

যে তাদের মধ্যে আমার প্রতি অধিক দরূদ পড়ে। (জামে' তিরমিযীঃ ৪৮৪)

126. مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হবে, সে যেন আমার প্রতি দরূদ পড়ে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত দান করবেন। (নাসায়ী আল-কুবরাঃ ৯৮৮৯)

128. مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

যে ব্যক্তি বার রাকআত সুন্নাত নামায নিয়মিত আদায় করবে আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। চার রাক'আত যোহরের ফরয আদায়ের পূর্বে, দু'রাক'আত যোহরের (ফরযের) পরে, দু'রাক'আত মাগরিবের ফরযের পর, দু'রাক'আত এশার ফরযের পর এবং দু'রাক'আত ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে। (জামে' তিরমিযীঃ ৪১৪)

129. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি দু'জন অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় জন; যতক্ষণ তাদের একজন অপরজনের সাথে খেয়ানত না করে। যদি তার সাথে খেয়ানত করে আমি তাদের উভয়ের মাঝ থেকে বের হয়ে যাই। (আবু দাউদঃ ৩৩৮৩)

130. مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের কোন পার্থিব কষ্ট দূর করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৬৯৯)

131. مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

যে ব্যক্তি অভাব গ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি দেখাল আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৬৯৯)

133. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

বিধাবা ও অভাবীর রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহর পথের মুজাহিদের মত, বা রাতে জাগরণকারী ও দিনে রোযাদারের মত।

(সহীহ বুখারীঃ ৫৩৫৩)

132. السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৬৯৯)

134. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ. قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

সাঈদ বিন উবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) উম্মে সা'দ মারা গেছে। সুতরাং (তার জন্য) কোন্ দান-খয়রাত সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ পানি, বর্ণনাকারী বলেনঃ সুতরাং তিনি একটি কুপ খনন করে দিলেন ও বলেনঃ এটি উম্ম সা'দের জন্য। (আবু দাউদঃ ১৬৮১)

135. فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

প্রত্যেক জীবন্ত কলিজায় (দয়াতে) নেকী রয়েছে।

(সহীহ বুখারীঃ ২৪৬৬)

136. مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

যে ব্যক্তি বেশি বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; আল্লাহ তার প্রত্যেক কষ্টে সুপথ বের করে দেন, প্রত্যেক চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রুযী দান করবেন, যা সে ধারণাও করেনি।

(আবু দাউদঃ ১৫১৮)

137. لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না।

(আবু দাউদঃ ৪৮১১)

138. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশক-আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

(সহীহ বুখারীঃ৫৯২৭)

139. مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ
إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখল, আল্লাহ্ তাকে সেদিনের উসীলায়
জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন। (সহীহ্ মুসলিমঃ ১১৫৩)

140. مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا،
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর ঈমানের সাথে ও নেকীর প্রত্যাশায় উদ্‌যাপন করবে,
তার বিগত জীবনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। (সহীহ্ বুখারীঃ ১৯০১)

141. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর প্রত্যাশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।
(সহীহ বুখারীঃ ৩৮)

142. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
(মুসনামে আহমাদঃ ২৮৬৫)

143. سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলে বলেনঃ বিগত বছরের গুনাহর কাফ্ফারা।
(সহীহ মুসলিমঃ ১১৬২)

144. مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

আসরের নামায যার ছুটে গেল, সে যেন পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস করে ফেলল।

(সহীহ বুখারীঃ ৩৬০২)

145. مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

যে যাকাত দেয় না কিয়ামতের দিন সে জাহান্নামি। (মু'জামুস সাগীরঃ ২/১৪৫, হাদীসঃ ৯৩৫)

146. صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

আরাফা দিবসের রোযা, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করি যে, তিনি (এর দ্বারা) বিগত এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

(তিরমিযীঃ ৭৪৯)

147.مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِسِنِينَ.

যে জাতি যাকাত অস্বীকার করে আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান করেন। (মু'জামুল আউসাতঃ ৪৫৭৭)

148.مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

হাতে কামানো রোজগার হতে আহার করা অপেক্ষা উত্তম আহার কেউ করেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) হাতের কামাই দ্বারা আহার করতেন। (সহীহ বুখারীঃ ২০৭২)

149.إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوْءِ.

নিশ্চয়ই দান-খয়রাত আল্লাহর রাগকে দূরীভূত করে এবং মৃত্যুর খারাপ অবস্থাসমূহকে প্রতিহত করে। (জামে' তিরমিযীঃ ৬৬৪)

150. صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ.

সৎ আমল দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

(মুজামুল কাবীরঃ ৭৯৩৯)

151. مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র পরিচালনা করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারীঃ ৭০৭০)

152. صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ.

আত্মীয়তার বন্ধন বয়স বৃদ্ধি করে।

(মু'জাম আল-কাবীরঃ ৭৯৩৯)

153. إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

নিশ্চয়ই মিসকীনকে দান করা একটি দান মাত্র; কিন্তু কোন আত্মীয়কে হলে দু'টি অর্জনঃ একটি দান অন্যটি আত্মীয়তার বন্ধন।

(নাসায়ীঃ ২৫৮২)

154. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক উপযুক্ত কে? তিনি (ﷺ) বলেনঃ তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা। অতঃপর তোমার পিতা, অতঃপর যে যত নিকটতম। (আবু দাউদঃ ৫১৩৯)

155. إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন অবস্থানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, মানুষ যাকে তার অনিষ্টের ভয়ে বর্জন করে।

(সহীহ বুখারীঃ ৬০৩২)

156.كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিতে থাকে ও তার বাচ্চাকে বলেঃ যদি কোন কঠিন অভাবীর কাছে আস, তাকে (ঋণ) ক্ষমা করে দিবে। তার জন্য হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে যখন মিলিত হয়, তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

(সহীহ বুখারীঃ ৩৪৮০)

157

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

মিসওয়াক হলো, মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টি।

(নাসায়ীঃ ৫)

158. مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল, তার গুনাহ-খাতা শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ দিয়ে বের হতে থাকে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৪৫)

159. لَوْ لَا أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ.

আমি যদি লোকদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক নামাযে ও ওযূর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (নাসায়ী কুবরাঃ ৩০৩৯)

160. الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

আজান ও ইকামতের মাঝে দু'আ প্রত্যাখ্যান হয় না। (জামে তিরমিযীঃ ২১২)

161. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করল, অতঃপর বললঃ "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে তার যে দরজা দ্বারা প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিমঃ ২৩৪)

162. مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ.

নামায জান্নাতের চাবি।

(জামে' তিরমিযীঃ ৪)

163. مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। (সহীহ্ মুসলিমঃ ৫২৩)

165. مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত বিমুখ হলো, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ্ বুখারীঃ ৫০৬৩)

164. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলাম পাঁচ রুকন-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা ও রমযানের রোযা রাখা। (সহীহ্ বুখারীঃ ৮)

166. لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ.

কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পা দু'টি অগ্রসর হবে না যতক্ষণ না তাকে চারটি প্রশ্ন করা হবেঃ (১) তার বয়স সম্পর্কে সে কিভাবে তা শেষ করেছে, (২) তার শরীর সম্পর্কে, সে কিভাবে তা ক্ষয় করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে সে কামাই করেছে ও কিভাবে সে খরচ করেছে এবং (৪) তার ইলম সম্পর্কে, তার উপর সে কি আমল করেছে। (দারমীঃ ৫৩৯)

167. أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে নামাযের, যদি নামায ঠিক থাকে, তবে সে অবশ্যই সফল ও মুক্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে তা যদি ঠিক না থাকে তবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। (জামে তিরমিযীঃ ৪১৩)

168. لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ.

আদম সন্তানের যদি দু'নদী সম্পদ হয়, তবে অবশ্যই সে তৃতীয়টি চাইবে। বনী আদমের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না। (সহীহ বুখারীঃ ৬৪৩৬)

169. أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

তোমরা কি মনে কর যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে, আর সে নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার দেহে ময়লার কিছু থাকবে? তারা বললঃ না, ময়লার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি (ﷺ) বলেনঃ এমনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ আল্লাহ তার দ্বারা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

(সহীহ মুসলিমঃ ৬৬৭)

170. مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

(সহীহ বুখারীঃ ৭১)

171. نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ
كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সমুজ্জল করুন,

আমাদের নিকট থেকে কিছু শ্রবণ করে,

তা অনুরূপভাবেই পৌছে দিল। অনেক শ্রবণকারীই বর্ণনাকারী

অপেক্ষা অধিক ধারণ ও সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।

(জামে' তিরমিযীঃ ২৬৫৭)

172. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ
لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি এমন রাস্তা অনুসরণ করল,
যাতে সে ইলম অন্বেষণের নিয়ত করল,
আল্লাহ তার জন্য সে কারণে জান্নাতের
রাস্তা সহজ করে দিবেন।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৬৯৯)

173. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল,
সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।
(সহীহ বুখারীঃ ১১০)

174. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম,
যে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়।
(সহীহ বুখারীঃ ৫০২৭)

175. اقْرَؤُا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়,
কেননা তার পাঠকদের জন্য
কুরআন কিয়ামতের দিন
সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।
(সহীহ মুসলিমঃ ৮০৪)

176. أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদারত। অতএব তোমরা বেশি বেশি দু'আ কর।

(সহীহ মুসলিমঃ ৪৮২)

177. صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা জামা'আতে নামায আদায় করা সাতাইশ গুণ উত্তম। (সহীহ মুসলিমঃ ৬৫০)

178. سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

নাবী (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হলেনঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি (ﷺ) বলেনঃ নামায তার প্রথম সময়ে আদায় করে নেয়া।

(জামে' তিরমিযীঃ ১৭০)

179. مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ.

যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করল, অতঃপর সে দু'রাক'আত নামায আদায় করল; তা হবে তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরা আদায় সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেনঃ পরিপূর্ণ হজ-উমরা সমতুল্য---- (তিনবার)।

(জামে' তিরমিযীঃ ৫৮৬)

180

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

বান্দা ও কুফুরীর মাঝে পার্থক্য হলো, নামায পরিত্যাগ করা।

(জামে' তিরমিযী-২৬২০)

181. إِنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَـهَا.

একজন ব্যভিচারিনী মহিলা প্রচণ্ড গরমের দিন একটি কুকুরকে কুয়ার পাড়ে (তৃষ্ণায়) ঘুরতে দেখে। এমনকি কুকুরটি পিপাসায় তার জিহ্বা বের করে ফেলেছে। সুতরাং সে তার জুতা খুলে তাকে পানি উঠিয়ে পান করায়, যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(সহীহ বুখারীঃ ৩৩২১)

182. صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

তোমরা সেরূপেই নামায আদায় কর, যেভাবে আমাকে তোমরা নামায আদায় করতে দেখ।

(সহীহ বুখারীঃ ৬৩১)

183. لَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ.

তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি বদদু'আ করো না, তোমাদের খাদেমদের প্রতি বদদু'আ করো না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতিও বদদু'আ করো না। যাতে তোমরা এমনও হতে পারো যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দু'আ কবূল করা সময়ের সম্মুখীন হয়ে যাবে ফলে তোমাদের সেই বদদু'আ কবূল হয়ে যাবে।

(আবু দাউদঃ ১৫৩২)

184. كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর সর্বোত্তম ভুলকারী, হলো তাওবাকারী।

(জামে তিরমিযীঃ ২৪৯৯)

185. سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

মুসলমানকে গালী দেয়া ফাসেকী (একটি পাপের কাজ) এবং তার সাথে লড়াই করা (ছোট) কুফুরী। (সহীহ বুখারীঃ ৪৮)

186. مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

আমার পর পুরুষের উপর নারী ফেতনা

অপেক্ষা ক্ষতিকারক ফেতনা আমি আর রেখে যাচ্ছি না।

(সহীহ বুখারীঃ ৫০৯৬)

187. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে চায় তার রুযী বৃদ্ধি করা হোক আর সে (দুনিয়াতে) স্বরণীয় হয়ে থাকুক; তবে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

(সহীহ মুসলিমঃ ২৫৭৭)

188. إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (সহীহ্ বুখারীঃ ৫৯৭৫)

189. رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

পিতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি।

(জামে' তিরমিযীঃ ১৮৯৯)

190. مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি আমার জন্য তার উভয় চোয়াল এবং তার উভয় পায়ের মাঝের যামীন হবে। আমি তার জন্য জান্নাতের যামীন হবো।

(সহীহ্ বুখারীঃ ৬৪৭৪)

191. إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

যদি তিনজন একত্রে হয় তবে দু'জনে মিলে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে চুপে চুপে কথা বলাবলি করবে না।

(সহীহ বুখারীঃ ৬২৮৮)

193. الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

দু'আ-প্রার্থনাই হলো ইবাদত।

(জামে' তিরমিযীঃ ২৯৬৯)

192. يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ.

আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিকে, পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে এবং ছোট বড়কে সালাম দিবে।

(সহীহ বুখারীঃ ৬২৩১)

194. لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ؛ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ.

আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখি, এমন এক গাছে সে ঘুরাফেরা করছে, যে গাছটি সে রাস্তার মাঝ থেকে কেটে ফেলেছিল, যা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। (সহীহ মুসলিমঃ ১৯১৪)

195. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ।

(ইবনে মাযাহঃ ২২৪)

196.

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

নামাযকে আমার নয়নের প্রশান্তি বানান হয়েছে।

(মুসনাদে আহমাদঃ ১৪০৩৭)

198. لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.

তোমাদের কেউ যেন কখনো তার বাম হাতে না খায় এবং কখনো বাম হাত দ্বারা পানও না করে। কেননা শয়তানেই তার বাম হাত দ্বারা খায় ও পান করে।

(সহীহ মুসলিমঃ ২০২০)

197. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

তোমরা তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমার তালকীন দাও।

(সহীহ মুসলিমঃ ৯১৬)

199. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ.

প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। (সহীহ মুসলিমঃ ২২০৪)

200. إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা বেশ কিছু লোককে উপরে স্থান দেন এবং এর দ্বারা অন্যদেরকে নিচু করে দেন।

(সহীহ মুসলিমঃ ৮১৭)

مِائَتَا حَدِيثٍ مُخْتَارَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ

(باللغة البنغالية)

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর। **এক:** আল্লাহর কিতাব (কুরআন) **দুই:** নবী করীম (ﷺ)-এর সুন্নাত (হাদীস)। এই কিতাবে রাসূলে করীম (ﷺ)-এর ২০০শত সহীহ হাদীস একত্রিত করা হয়েছে।

দ্বীন ইসলামের আক্বীদা, মূলনীতি, চরিত্র এবং শিষ্টাচার সম্পর্কিত ছোট ছোট হাদীস বিশেষ করে আমাদের যুবক শ্রেণীর জন্যে অত্যান্ত প্রয়োজন। এই হাদীস ছাপানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের মুসলমান ভাই রাসূল (ﷺ)-এর সোনালী উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের আক্বীদা, মূলনীতি, চরিত্র এবং শিষ্টাচার দ্বারা জীবন গঠন করবে, যা দেখে অন্যান্য ভাইয়েরাও যাতে ইসলামের দিক আকৃষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সমস্ত ভাই-বোনদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের উপর অটল থাকার তাওফীদ দান করেন। আমীন!

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

9 786035 001588